বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮০-২-৭৯১১০৪১-৩
ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৯০১৪১১
Website : www.caab.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৬-১৭)

১। ভূমিকা:

বেসামরিক বিমানচলাচল কর্তৃপক্ষ পরিবহন সেক্টরের আওতাধীন একটি সেবামূলক উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন কারিগরী সংস্থা। অত্র কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে উড্ডয়ন অবতরনকারী সকল বিমানযানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনার্থে কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান বিমানবন্দর ও বিমান চলাচল সুবিধাগুলি পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নসহ নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করে থাকে।

২। প্রধান কার্যাবলী:

(১) বাংলাদেশের সকল বেসামরিক বিমানের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিতকরণ।

(২) আকাশপথে পরিবহন ও সেবা খাতের বাণিজ্যিক বিকাশে সহায়তা প্রদান

(৩) বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা/ফোরামে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকরণ ।

(৪) ICAO কনভনেশন অনুযায়ী বাংলাদেশে চলাচলরত সকল ফ্লাইট সেফটি কার্যক্রম তদারক করা।

(৫) বিমান চলাচল ও পরিবহন সংক্রান্ত যাবতীয় জাতীয় বিধি-বিধান,নিয়মাবলী ও স্ট্যান্ডাড প্রণয়ন।

(৬) বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বিমানবন্দর, টার্মিনাল, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি নির্মাণ,রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন।

(৭) এয়ার ন্যাভিগেশন যন্ত্রাবলী সংস্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন।

(৮) বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদনে নেগোসিয়েশন ও শর্তাবলী প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতাকরণ।

(৯) বাংলাদেশের আকাশ সীমায় এয়ার ট্রাফিক রুট ও প্রশিক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠাকরণ।

(১০) নিরাপদ বিমান উড্ডয়নের জন্য এয়ার ট্রাফিকসার্ভিস ও রাডার সার্ভিস প্রদান।

(১১) অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যপরিচালনা।

(১২) ফ্লাইট পরিচালনা ও ক্লিয়ারেন্স প্রদান।

(১৩) পাইলট,এয়ার ক্রু,ইঞ্জিনিয়ার ও গ্রাউন্ড ক্রুদের লাইসেন্স প্রদান।

(১৪) এয়ারক্রাফটসমূহরে সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অফ এয়ারওয়ার্দিনেস প্রদান।

(১৫) এয়ারক্রাফট মেইনটেনেন্স অর্গানাইজশেন এবং এয়ারক্রাফট মেইন্টেনেন্সইঞ্জিনিয়ার ও ফ্লাইট/গ্রাউন্ড ক্রুদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অনুমোদন।

(১৬) এয়ারক্রাফট রক্ষণাবেক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ।

(১৭) ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমানের সকল প্রকার কর্মকান্ডনিয়ন্ত্রণ ।

৩) সাংগঠনিক কাঠামো:

বেবিচক সাত সদস্যের একটি পর্ষদ এর নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী প্রধান এই পর্ষদের সভাপতি। পর্ষদের পাঁচজন সদস্য বেবিচকের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং অন্য দুইজন যথাক্রমে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা। পর্ষদের অন্য চারজন সদস্য হচ্ছেন- বেবিচকের সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা), সদস্য (অর্থ), সদস্য (প্রশাসন) ও প্রধান প্রকৌশলী।

নীচে বেবিচকের সাংগঠনিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরের একটি চিত্র প্রদান করা হল:

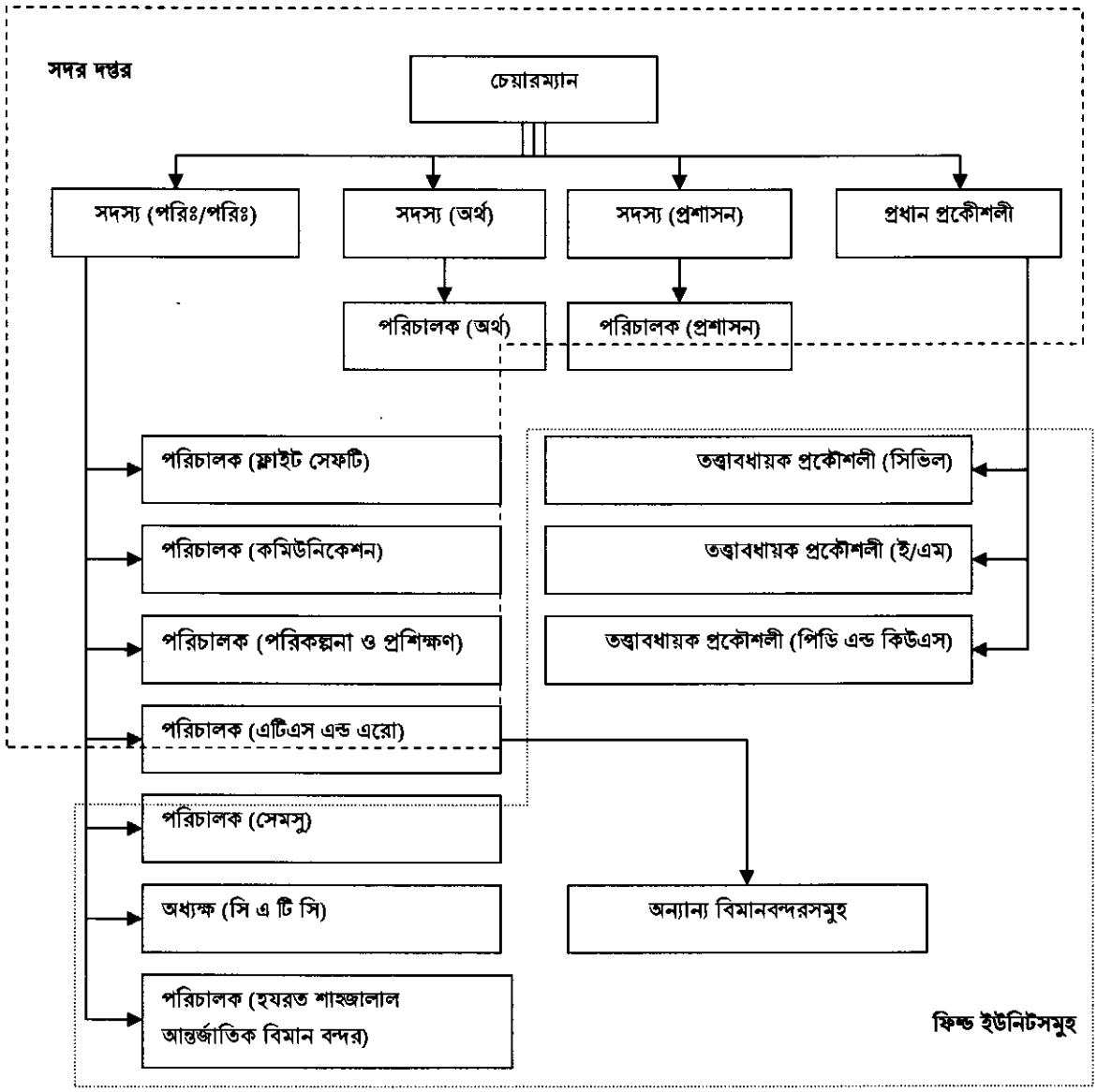

৪) মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা:

ক) জনবল সম্পর্কিত তথ্যাদি (৩০/০৬/২০১৭ তারিখে)

ক্রমিক নং	পদের শ্রেণী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা		মোট শূন্য পদ
				সরাসরি	পদোন্নতি	
১.	১ম শ্রেণী	২৭১	২৪৭	১৩	১১	২৪
২.	২য় শ্রেণী	১১৪	৯৬	০৬	১২	১৮
৩.	৩য় শ্রেণী	২৪১৭	১৯৫৭	৩৬১	৯৯	৪৬০
৪.	৪র্থ শ্রেণী	৯১৪	৮৮৮	২৬	০	২৬
	মোট =	৩৭১৬	৩১৮৮	৪০৬	১২২	৫২৮

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অবসর সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	শ্রেণী	নিয়োগ	পদোন্নতির সংখ্যা	পিআরএল প্রদানের সংখ্যা	পেনসন নিষ্পত্তির সংখ্যা
১.	১ম শ্রেণী	০৭	৩৫	০৮	০১
২.	২য় শ্রেণী	০২	১০	১৩	০৩
৩.	৩য় শ্রেণী	১২২	৭৩	৯৮	৫০
৪.	৪র্থ শ্রেণী	১০৩	-	১৮	১৯
	মোট =	২৩৪	১১৮	১৩৭	৭৩

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিকসেবার মান রক্ষাকল্পে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম তৈরী করা হয়েছে, যা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

খ) প্রশিক্ষণ: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে(সিএটিসি) ১৭২টি কোর্সের আওতায় মোট ২৪০৯ জন ৩৫২ জন প্রশিক্ষনার্থী কে নন ফরমাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, এ অর্থ বছরে মোট ৫৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫) বাজেট:

২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের আর্থিক সাফল্যের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আর্থিক বছর	আর্থিক সাফল্য		
		রাজস্ব আয়	সরকারকে দেয় লভ্যাংশ	উন্নয়নমূলক ব্যয়
০১.	২০১৫-১৬	১৩৩০০৬.৩৩	১০৫০০.০০	৩৭১০৬.০৯
০২.	২০১৬-১৭	১৫৫৯৮৯.৯১	১২০০০.০০	৪৮৬৮১.৩৬

২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩০০৬.৩৩ লক্ষ টাকা যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭.২৮% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৫৫৯৮৯.৯১ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সরকারকে প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ১০৫০০.০০ লক্ষ টাকা যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৪.২৯% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২০০০.০০ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উন্নয়নমূলক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৭১০৬.০৯ লক্ষ টাকা যা ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৩১.২৫% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৮৭৬৮১.৩৬ লক্ষ টাকা।

৬) ২০১৬-১৭ সময়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও অর্জিত সাফল্য:

ক) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ কাজ:

- দেশের ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনাল ভবন নির্মানসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাপানী ওডিএ ঋণ ও জিওবি অর্থায়নে এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত জাপানী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিস্তারিত ডিজাইন ও টেন্ডার ডক্যুমেন্ট প্রস্তুত কাজ চলমান রয়েছে।
- প্রকল্পটি ১৩৬১০৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুন ২০২২ নাগাদ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত।

Yooshin Engineering Corporation(Korea) and CPG Consultant Pte ltd.(Singapore) JV নামক আন্তর্জাতিক পরামর্শক কর্তৃক প্রণয়নকৃত ফিজিবিলি স্ট্যাডি, মাষ্টার প্ল্যানিং ও বেসিক ডিজাইন নিম্নরুপ:

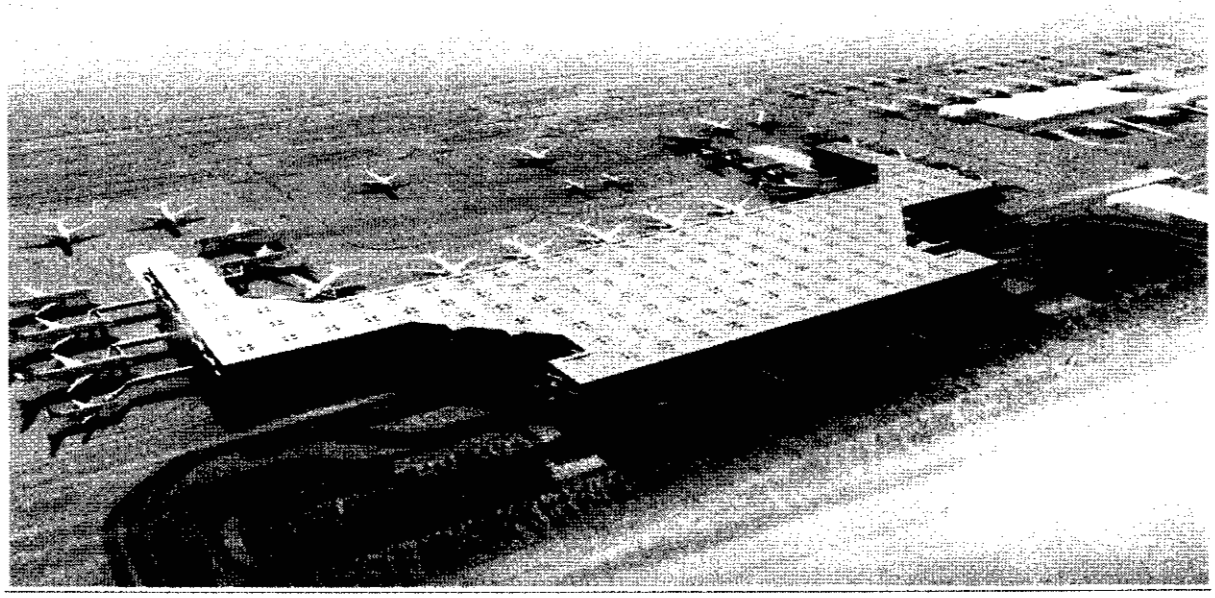

হশাআবি'র নতুন টার্মিনাল ভবন-৩ এর কনসেপচুয়াল ডিজাইন

খ) জাইকার অর্থায়নে বাংলাদেশের বিমানবন্দরসমূহের সেফটি এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়ন:

জাইকার অনুদান ও সিএএবি'র নিজস্ব অর্থায়নে ২৯৩২৮.৫৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত সিকিউরিটি ও সেফটি যন্ত্রাবলী সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে :

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (হশাআবি)

  - ৯৫০০ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০২ টি ফায়ার ভেহ্যিকেল, ০৭ সেট হোল্ড ব্যাগেজ এক্সরে স্ক্যানিং মেশিন
  - ০৭ সেট হোল্ড ব্যাগেজ এক্সপ্লোসিভ ট্রেচ ডিটেক্টশন সিস্টেম (ইটিডি),
  - ০১ টি এন্ট্রি এক্সপ্লোসিভ কনটেইনার,
  - ২ টি কেবিন লাগেজ স্ক্যানিং মেশিন,
  - ১৯ সেট এক্সসেস কন্ট্রোল সিস্টেম,
  - ০১ সেট এটিসি সিম্যুলেটর,
  - ০১ সেট পারফরমেন্স বেসড নেভিগেশন (পিভিএন) ফ্লাইট প্রসিডিউর ডিজাইন সিস্টেম ইত্যাদি সংস্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে অপারেশনে রয়েছে।

- অন্যান্য বিমানবন্দর

  - আকাশ পথে দেশের উপকূলীয় এলাকায় নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী রাডার, যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে ডিভিওআর এবং ডিএমই সরবরাহ ও সংস্থাপন

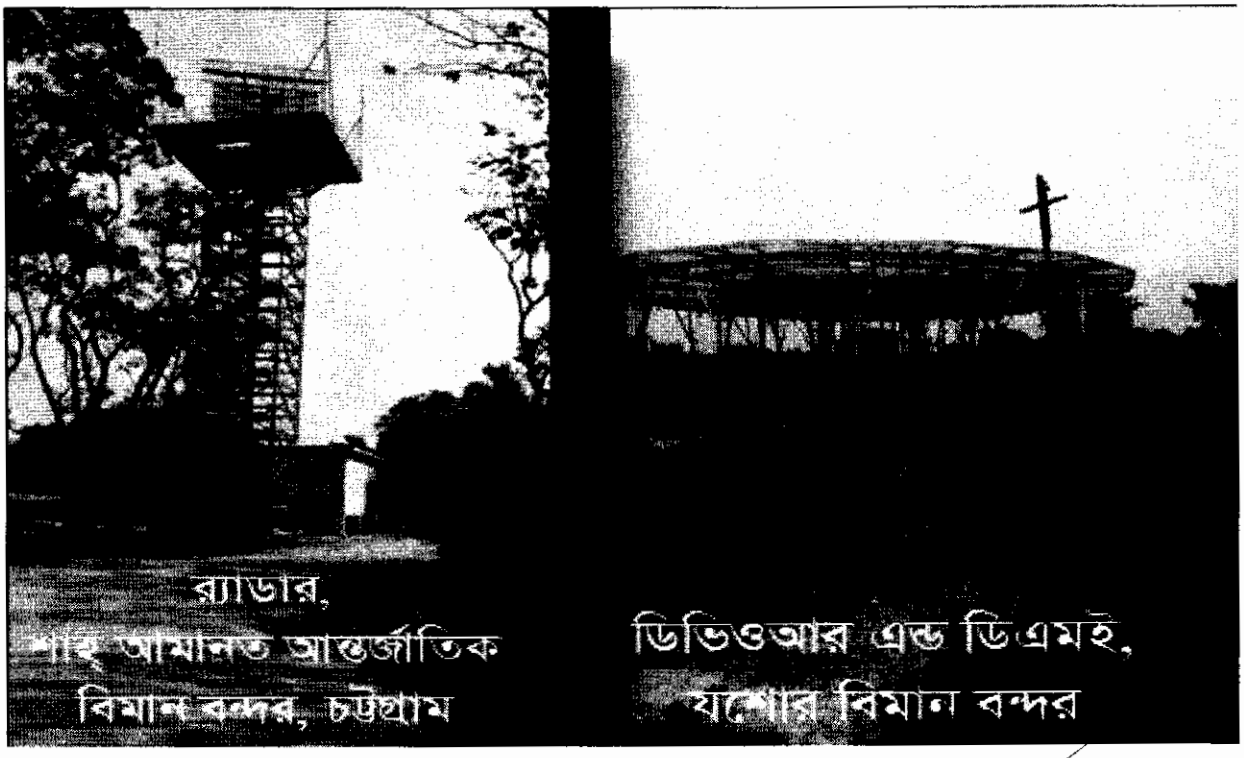

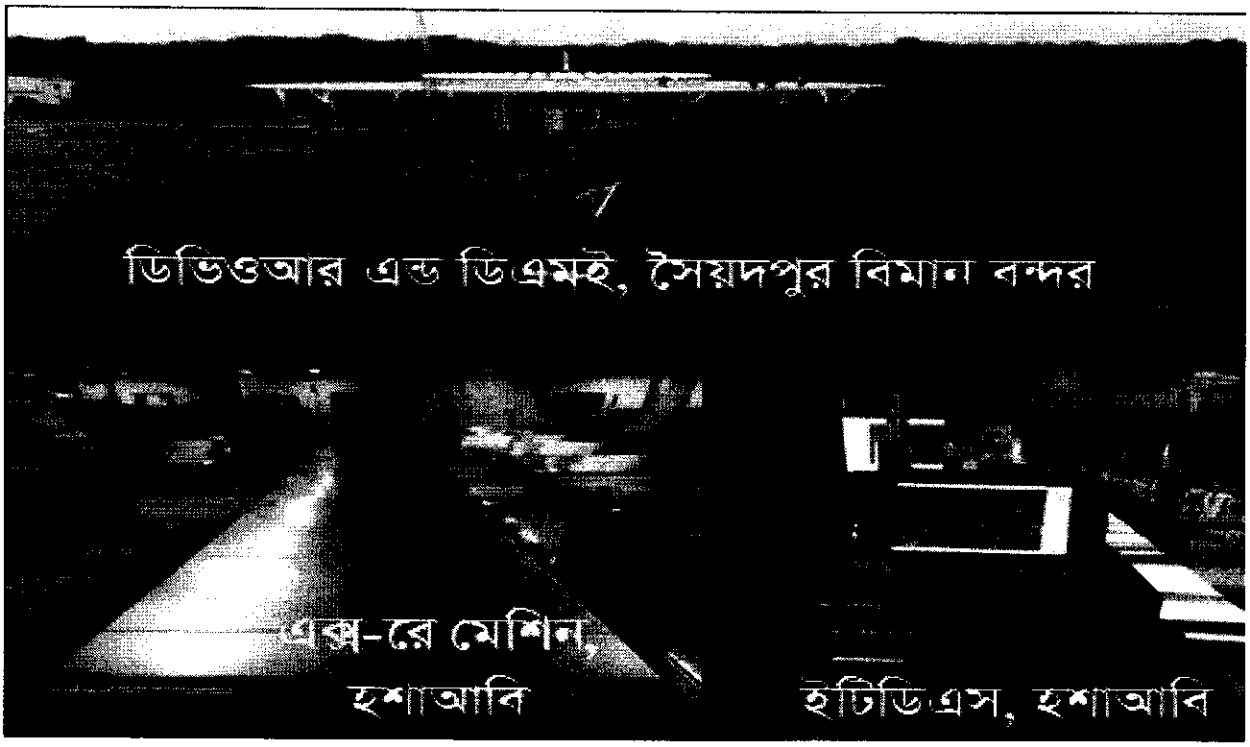

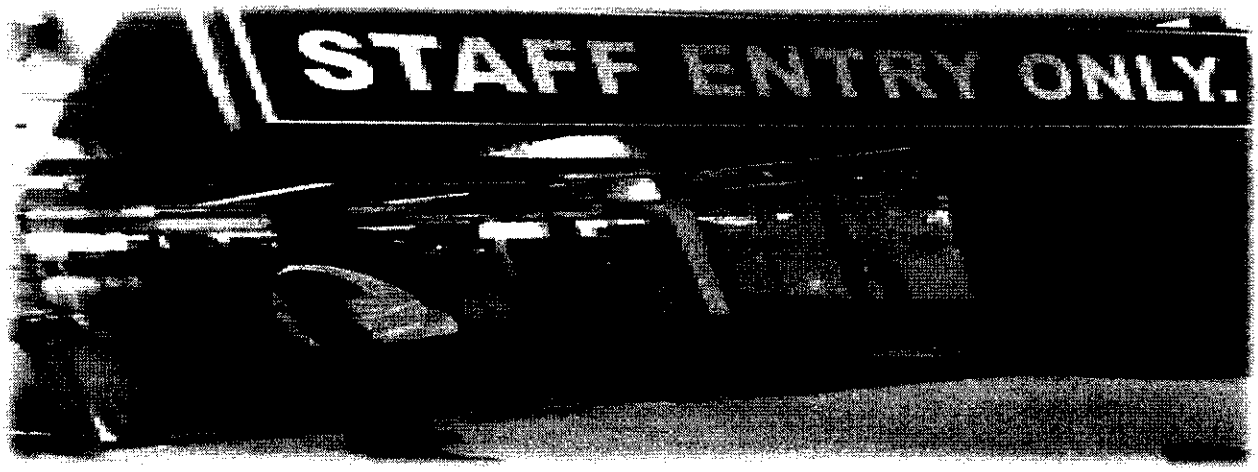

এক্সেস কন্ট্রোল গেইট হশাআবি

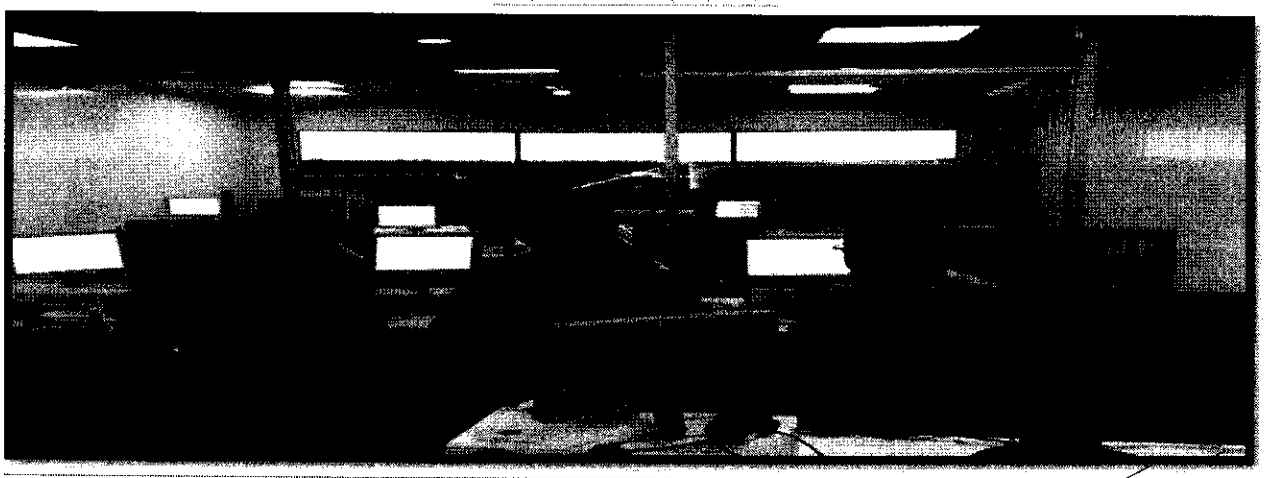

এটিসি সিমুলেটর, সিএটিসি

গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা:

- দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা বিশ্বে বাংলাদেশকে বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের Hub হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলের আওতায় ১৩৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ ''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর'' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

- প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে অনুমোদন অনুযায়ী জাপানী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Nippon Koei Co Ltd- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে পরামর্শক কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান আছে।

ঘ) বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন:

- জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৮৯৫৫.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষে "বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে জরুরি সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন" শীর্ষক জানুয়ারি/১৬-ডিসেম্বর/১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিম্নোক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি সরাবরাহ ও সংস্তাপন করা হয়েছে:

- **হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর:** এ বিমানবন্দরে ০৪টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন, ১০টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ কেবিন স্ক্যানিং মেশিন, ০৪টি এলইডিএস (লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিষ্টেম), ১০টি ইটিডি (এক্সপ্লুসিভ ট্রেস ডিটেকটর), ১২ সেট ইটিডি কনজিউমএবল, ০৬ সেট আন্ডার ভেহিকেল স্ক্যানিং সিষ্টেম (ইউভিএসএস), ০৪ সেট ফ্লপ ব্যারিয়ার (হিউম্যান) এবং ০৩টি ব্যারিয়ার উইথ আরএফআইডি কার্ড রিডার (ভেহিকেল), ০২টি এক্সপ্লোসিভ ডিটেকসন সিস্টেম (ইডিএস) সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে।

- **চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর:** এ বিমানবন্দরে ০২টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন , ০২টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ কেবিন স্ক্যানিং মেশিন, ০১টি এলইডিএস (লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিষ্টেম), ০২টি ইটিডি (এক্সপ্লুসিভ ট্রেস ডিটেকটর), ০৩ সেট ইটিডি কনজিউমএবল, ০২ সেট আন্ডার ভেহিকেল স্ক্যানিং সিষ্টেম (ইউভিএসএস) এবং ০১টি ব্যারিয়ার উইথ আরএফআইডি কার্ড রিডার (ভেহিকেল) সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে।

- **সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর:** এ বিমানবন্দরে ০২টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ স্ক্যানিং মেশিন , ০২টি ডুয়েল ভিউ হোল্ড ব্যাগেজ কেবিন স্ক্যানিং মেশিন, ০১টি এলইডিএস (লিক্যুইড এক্সপ্লোসিভ ডিটেকশন সিষ্টেম), ০২টি ইটিডি (এক্সপ্লুসিভ ট্রেস ডিটেকটর), ০৩ সেট ইটিডি কনজিউমএবল, ০১ সেট আন্ডার ভেহিকেল স্ক্যানিং সিষ্টেম (ইউভিএসএস) এবং ০১টি ব্যারিয়ার উইথ আরএফআইডি কার্ড রিডার (ভেহিকেল) সরবরাহ ও সংস্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প:

(১) দেশের ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পের বিষয়টি বিবেচনা করে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরনের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়েকে ৯০০০ ফুটে বৃদ্ধি ও এর পিসিএন ১৯ থেকে নূন্যতম ৭০ এ উন্নীতকরণসহ রানওয়ে লাইটিং ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অক্টোবর/২০০৯-জুন/২০১৮ মেয়াদে মোট- ১১৯৩৩২.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮০১৬৬.২০ লক্ষ + নিজস্ব তহবিল ৩৯১৬৬.২০ লক্ষ) প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ 'কক্সবাজার বিমানবন্দর উন্নয়ন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

(২) ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন এর ৮৫.০০% এবং রানওয়ে প্রশস্তকরণ ও নতুন শোল্ডার নির্মাণের ৭৫.০০% কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৩) গত ০৬ মে ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ বিমানবন্দরে সুপরিসর এয়ারক্রাফ্ট (বোয়িং ৭৩৭) এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

(৪) ভূমি অধিগ্রহনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণকে পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক বাঁকখালী নদীর উপর ৫৯৫ মিটার (১,৯৫১ ফুট) ব্রীজ নির্মাণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পুনর্বাসন এলাকায় স্লোপপ্রটেকশন বাঁধ নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) পাশাপাশি এলজিইডি কর্তৃক বাঁকখালী নদীর উপর ৫৯৫ মিটার ব্রীজ ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক মহেশখালী চ্যানেল ও বাঁকখালী নদীর উপর স্লোপ প্রোটেকশন বাঁধ নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনী কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প

কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প

কক্সবাজার বিমান বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প

চ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কুর্মিটোলা, ঢাকায় সিএএবি'র সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ:

- বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন অফিসিয়াল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় বিদ্যমান সদর দপ্তর ভবনের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ প্রেক্ষাপটে,কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং ICAO, IATA সহ Aviation Related বিভিন্ন Foreign delegate দের সাথে অনুষ্ঠেয় সভা/সেমিনার করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ১৩২৪৬.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "সদর দপ্তর ভবন" নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।
- এ প্রকল্পের আওতায় ১০তলা বিশিষ্ট ২৫৮২৫১ বর্গফুট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি ভবন নির্মাণ করা হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৮৯.৪২% বাস্তব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি জুন/২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

ছ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ ও সেবা প্রদান:

সিএএবি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট- ৭৩৯৭.৮০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ "হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ ও সেবা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ ২০১৬-মার্চ ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়।

- রেডলাইন এভিয়েশন সিকিউরিটি লি: কে এ বিমানবন্দরের নিরাপত্তা পরামর্শক হিসেবে ২ বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে।
- উক্ত প্রতিষ্ঠান কার্গো নিরাপত্তার পদ্ধতিগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, টেকসই মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে।
- এছাড়াও, তারা বিমানের লন্ডনগামী ফ্লাইটের যাত্রী ও মালামাল স্ক্যানিংসহ নিরাপত্তা কার্যক্রম তদারকী করছে।
- পাশাপাশি তারা ICAO ও FAA এর চাহিদা মোতাবেক সিকিউরিটি সংক্রান্ত পলিসি ডক্যুমেন্ট আপডেট করছে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.১৯%।

জ) কক্সবাজার বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মান:

- কক্সবাজার বিমানবন্দরের আধুনিকায়নের অংশ হিসাবে বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালুর জন্য ইন্টেরিম আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২৬৫৭০.৪১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় ১০৯১২.৪৯ বর্গমিটার টার্মিনাল ভবন নির্মাণ করা হবে।
- প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

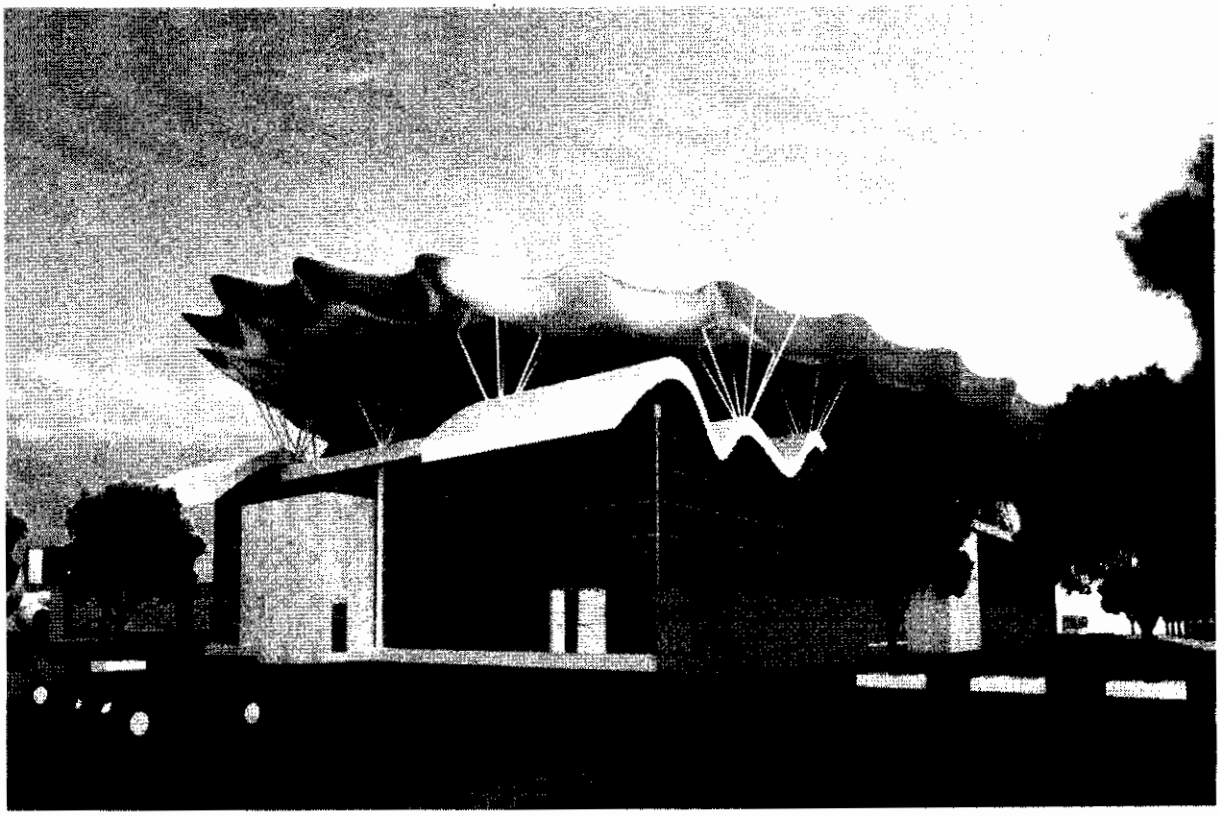

কক্সবাজার বিমান বন্দরে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন

ঝ) সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প:

- জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৪৫১৯৭.৭৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- ইতোমধ্যে ঠিকাদার নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহবান করা হ
- য়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ে strengthen করা হবে।
- প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

ঞ) চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবণের সন্মুখে কার্গো এপ্রোণ নির্মাণ:

- কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিলের আওতায় ৭৮১৫.৬১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ ''চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সন্মুখে কার্গো এপ্রোণ নির্মাণ'' শীর্ষক প্রকল্পরে কাজ চলমান রয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ১৮-০৯-২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ০১-১০-২০১৬ তারিখ হতে কাজ আরম্ভ হয়েছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭৩২৪.৪০ বর্গমিটার কার্গো এপ্রোণ নির্মান করা হবে।
- প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ২৩.০০%।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর ০৩টি সুপরিসর কার্গো এয়ারক্রাফ্টের পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি হবে।
- সেপ্টেম্বর ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কার্গো এপ্রোণ নির্মাণ

ট) সৈয়দপুর ও বরিশাল বিমানবন্দর উন্নয়ন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক সেবা (ডিজাইন ফেইজ):

- বরিশাল ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরের উন্নয়ন এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উন্নয়নের লক্ষ্যে বিমানবন্দর তিনটি'র বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, ড্রইং-ডিজাইন, মাস্টার প্ল্যান ও ব্যয় প্রাক্কলন নির্ধারনের জন্য এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে।
- এ প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ২৬৯৬.১৭ লক্ষ টাকা।
- ডিসেম্বর ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

ঠ) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোনের উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়):

- কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ১৭৫৬.৫১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- টেন্ডার মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় ৭৩৫৪৮ বর্গমিটার কার্গো এপ্রোণ নির্মান করা হবে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর ০৪টি সুপরিসর কার্গো এয়ারক্রাফ্ট (ই-টাইপ এবং ০৩টি ডি টাইপ) পার্কিং সুবিধা সৃষ্টি হবে।
- সেপ্টেম্বর ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।
- জুন ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

ড) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, হ্যাঙ্গার এপ্রোন এবং ফায়ার স্টেশনের উত্তর দিকে এপ্রোণ নির্মাণ প্রকল্প:

- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের সাপোর্টিং ওয়ার্ক হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৪৩০৮০.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সাপেক্ষ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- টেন্ডার মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে।
- এ প্রকল্পের আওতায় ২৩৫৮৯ বর্গমিটার জেনারেল এভিয়েশন হ্যাঙ্গার, ৬৫০৬৮.৫৫ বর্গমিটার হ্যাঙ্গার এপ্রোণ, ২৯৯৮৮ বর্গমিটার নতুন পার্কিং এরিয়া এবং ৫ তলা বিশিষ্ট ৫০০০ বর্গমিটার ভবন তৈরী হবে।
- জুন ২০১৮ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত।

ঢ) খান জাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্প:

- আকাশপথে ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন, ব্যবসা বাণিজ্য ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, মংলা সমুদ্র বন্দরের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মংলা ইপিজেড ও মংলা ইকোনোমিক জোন ইত্যাদির কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের বাগেরহাটের ফয়লায় নতুন অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর নির্মাণের নিমিত্ত 'খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- এ বিমানবন্দর নির্মাণের নিমিত্ত গত ০৭-০৬-২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রলালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জমির পরিমাণ ও নতুন নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বর্তমানে জমির অধিগ্রহনের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- পিপিপি'র আওতায় আলোচ্য বিমানবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে "খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের লিংক কম্পোনেন্ট" প্রকল্প অনুমোদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- পাশাপাশি, এ প্রকল্পটি পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত একক উৎস হতে প্রকল্পের পরামর্শক (Transaction Advisor) নিয়োগের জন্য পরামর্শকের TOR চূড়ান্ত করণসহ আর্থিক প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।
- প্রকল্পটি জুন ২০২০ নাগাদ বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭) অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- ২০১৭ সালে International Civil Aviation Organization (ICAO) কর্তৃক পরিচালিত ICAO Validation Mission অডিট কার্যক্রমে বাংলাদেশ ICAO এর Safety Standard Compliance ইস্যুতে শতকরা ৭৭.৪৬ ভাগ EI (Effective Implementation) অর্জন করেছে যা বাংলাদেশের জন্য একটি অভাবনীয় অর্জন এবং দেশের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা।
- বাংলাদেশের এ অর্জনের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্মকান্ডের গ্রহনযোগ্যতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করা যায় এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান পরিবহন কার্যক্রম অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং আসন্ন আন্তর্জাতিক অন্যান্য অডিট বিশেষ করে ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি বিমান চলাচল পুনরায় আরম্ভ করার লক্ষ্যে FAA (Federal Aviation Administration) কর্তৃক শীঘ্র পরিচালিতব্য অডিটে কার্যকর ভুমিকা রাখবে।
- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, তুরস্ক ও জর্ডানের সাথে প্রথমবারের মতো দ্বিপাক্ষিক এয়ার সার্ভিসেস চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বর্তমানে মোট ৫২টি দেশের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি রয়েছে।
- ৭টি নতুন এয়ারলাইন্সসহ মোট ৩১টি বিদেশী এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনা করছে।
- নতুন ২টি যাত্রীবাহী এয়ারলাইন্স, ৩টি হেলিকপ্টর সার্ভিস, ১টি কার্গো এয়ারলাইন্স, ২টি ফ্লাইং ট্রেনিং স্কুল এবং ১টি এরোনটিক্যাল ট্রেনিং কলেজ কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে মোট ১৯টি দেশীয় বিমান সংস্থা অপারেশন পরিচালনা করছে।
- বর্তমানে ৩০টিরও অধিক বিদেশী এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ হতে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩৭টি গন্তব্যে যাত্রী ও কার্গো সেবা পরিচালনা করছে। বর্তমানে প্রতি বছর ৬ মিলিয়নেরও অধিক যাত্রী বিমান পরিবহন সেবা গ্রহন করছে।

৮) ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

বেবিচক এর আওতায় অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবায়তিব্য প্রকল্প/কর্মপরিকল্পনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

1। বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সিএনএস-এটিএম সিস্টেম আধুনিকায়ন।
2। বরিশাল বিমান বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প।
3। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
4। কক্সবাজার বিমানবন্দরে টার্মিনাল ভবন,কার্গো ভিলেজ, এপ্রোণ এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ।
5। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রানওয়ে সম্প্রসারণ।
6। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ।
7। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ।
8। ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে সম্প্রসারণ ।
9। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে উন্নয়ন।

৯) উপসংহার:

বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল এভিয়েশন প্রযুক্তির সাথে সমতালে ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর একারণেই কর্তৃপক্ষকে সার্বক্ষণিকভাবে বিমান বন্দরসমূহের বিভিন্ন সুবিধাদির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং যাত্রীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে চলাচলের নিমিত্ত সেবার মান উন্নয়ন করতে হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিমানবন্দরসমূহের সেবাসহ ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন এবং ফ্লাইট সেফটি ও রেগুলেশন, এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসেস, যোগাযোগ, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিভাগের কর্মকর্তা-র মান উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে এয়ারলাইন্স ও বিমান চলাচল সংখ্যা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। বেবিচকের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলমান প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়ন করা গেলে এভিয়েশনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং ভবিষতের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের আকাশসীমায় বিমান চলাচলকারী বিমানযানের উড্ডয়ন-অবতরণ নিরাপদ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর।

05.10.17
মোঃ মাসুদুর রহমান
অর্থনীতিবিদ
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯

05/10/17
Mohammad Saeed Hossain Murady
Director (Planning & Training), CAAB